ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ফাল্গুন ১৪২১, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে জাতির পক্ষ থেকে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডসের স্পিকার রাইট ব্যারোনেস ডি সুজা।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট-সিনেট সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রভোস্টবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে একটি প্রভাতফেরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সেখান থেকে তাঁরা আজিমপুর কবরস্থানে যান এবং ভাষা শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ছবিতে আজিমপুরে শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে উপাচার্যকে ফাতেহা পাঠ করতে দেখা যাচ্ছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শনিবার মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। দিবসটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

একুশের প্রথম প্রহরে জাতির পক্ষ থেকে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সর্বপ্রথম শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডসের স্পিকার রাইট ব্যারোনেস ডি সুজা, সফরসঙ্গীদের নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ অন্যান্য সমিতি, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ, সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ৬টা ৩০মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দের একটি প্রভাতফেরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সেখান থেকে তাঁরা আজিমপুর কবরস্থানে যান এবং ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পন ও ফাতেহা পাঠ করেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। বাদ জোহর অমর একুশে হলে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত; বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়া, সকল হলের মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার মসজিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাত/শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে পরিবেশিত হয় ভাষা ও দেশের গান। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী 'অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি' এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে সকলের সহযোগিতার জন্য উপাচার্যের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলার সাথে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালনের জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য উপাচার্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‌্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং গণমাধ্যমসহ সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

চলমান হরতাল, অবরোধ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঢাবি শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। হরতাল, অবরোধ ও নৈরাজ্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষক সমিতি উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানান।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সকল শিক্ষকের সার্বিক সহযোগিতায় বিগত ছয় বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রয়েছে। এজন্য উপাচার্য শিক্ষক সমিতির সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে উপাচার্য ও প্রশাসনকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেশের ভবিষ্যতকে সন্ত্রাস ও পেট্রোল বোমার মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে যারা ঠেলে দিচ্ছে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের ধিক্কার জানান এবং এ ধরণের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যতেও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতি ও সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক ক্রিকেট লীগের উদ্বোধনী ম্যাচ টাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাল্টিব্র্যান্ড শিক্ষক ক্রিকেট লীগের উদ্বোধনী খেলাটি টাই হয়েছে। মহান একুশে দল ও স্বোপার্জিত স্বাধীনতা দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। স্বোপার্জিত স্বাধীনতা দল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৬ ওভারে ১০০রান সংগ্রহ করে। জবাবে মহান একুশে দল নির্ধারিত ওভারে সমান সংখ্যক রান সংগ্রহ করলে খেলাটি টাই হয়।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় শিক্ষকবৃন্দ ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. শরিফউদ্দিন চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরিফউদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. শরিফউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃতি শিক্ষককে হারিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ড. শরিফউদ্দিন চৌধুরী ১৯৩৬ সালের ১৫ জুলাই মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। সর্বশেষ তিনি এই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি তাঞ্জানিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসাবে শিক্ষকতা করেন। ড. শরিফউদ্দিন শিক্ষকের পাশাপাশি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ছিলেন। তিনি সী রিসোর্সেস গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন। সর্বশেষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি র‍্যাংগস টেলিকম লিমিটেড, র‍্যাংগস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ও ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের উদ্যোক্তা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. শরিফউদ্দিন চৌধুরী গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে মারা যান।

অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিকের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিকের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। উপাচার্য শোকবাণীতে বলেন, অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিক একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ একজন কৃতি শিক্ষক ও বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তার একজন গবেষককে হারাল। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিকগত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ভারতের নয়া দিল্লিস্থ এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিজয় একাত্তর হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দর্শন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মো.ফখরুল হাসান চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র আল শাহরিয়ার মেহেদী রানার্স-আপ হন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় বিজয় একাত্তর হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়াসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফজলুল হক হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের ছাত্র মো: ইরফান, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো: আরাফাত হোসেন এবং রসায়ন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো: সাদ্দাম হোসেন যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র শাকিল আহমেদ তানভীর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সুমন আহমেদ এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র ফয়সাল আহমেদ যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হন। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন। এসময় ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো: হারুনুর রশিদসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র শ্রীকৃষ্ণ হালদার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র সুরকৃষ্ণ চাকমা এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র অমিত দত্ত। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. অসীম সরকারসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবি জসীম উদ্‌দীন হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীম উদ্‌দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মামুনুর রশীদ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স-আপ হন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র তৌহিদুল ইসলাম । গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, হলের সাহিত্য সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর পুরস্কারও একইসাথে বিতরণ করা হয়। এতে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার লাভ করেন উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের মীর হোসেন চৌধুরী এবং রানার্স-আপ পুরস্কার লাভ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মো. আসাদুজ্জামান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো.রহমত উল্লাহসহ হলের হাউজটিউটর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সূর্যসেন হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টারদা সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র মো: শাহজাহান রেজা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো: শাকিল আহমেদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মো: আল আমিন এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র মো: মাকসুদুল হাসান যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হন। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। এসময় সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রোকেয়া হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের এমবিএ'র ছাত্রী ফারজানা আফরিন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী সালমা আক্তার যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স-আপ হন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী শরমিতা আহমেদ লিয়া। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃহল এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৬তম আন্তঃহল এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং ছাত্রী বিভাগে রোকেয়া হল দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্র বিভাগে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রী বিভাগে শামসুন নাহার হল দলগত রানার্স আপ হয়েছে।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শেষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিকস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ও স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক, কর্মকর্তা ও বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাবি'র ১৯টি হল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ দু'দিনব্যাপী এই এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বর্ণাঢ্য এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এ সময় হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়াসহ হলের হাউজটিউটর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট এবং সিনিয়র শিক্ষকবৃদ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনসহ আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রোউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। ছবিতে প্রোউপাচার্য (শিক্ষা)এর সা থে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার ও হলের হাউজটিউটরসহ বিজয়ী খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে।

প্রোউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এ সময় হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহসহ হলের হাউজটিউটর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট এবং সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রোউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো: হারুনুর রশিদসহ আবাসিক শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জার্মানীর গবেষকদল

জার্মানীর আলফ্রেড উইগেনার ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. মার্কাস রেক্স-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি গবেষকদল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ড. মার্সেল ডর্ফ এবং ড. হ্যান্স এস।

এ সময় ঢাবি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আরিফুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর আলফ্রেড উইগেনার ইনস্টিটিউটের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, তারা এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে গবেষণা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন জার্মান সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতার কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

কানাডার অধ্যাপক

কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আনিতা জে. গ্যাগনন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

এ সময় ঢাবি পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর কানাডার অধ্যাপক ড. আনিতা 'Maternity Care for International Migrant Women: Where to Next ?' শীর্ষক এক পাবলিক লেকচার প্রদান করেন। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই বক্তৃতা প্রদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীলংকান গবেষক

শ্রীলংকার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান 'লার্ন এশিয়া' এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ড. রোহান সামারাজিভা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যবহারযোগ্য উন্নত বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, গবেষণায় প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য ভারত, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে নীতি নির্ধারকদেরকে সহায়তা করতে পারে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য ড. রোহান সামারাজিভাকে ধন্যবাদ জানান। যৌথভাবে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য।

সুইডেনের অধ্যাপক

সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির বায়ো-অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাবি ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আবদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। সুইডেনের অধ্যাপক ড. চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিনামূল্যে একটি এনএমআর মেশিন প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, তিনি ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের 'কেমিক্যাল বায়োলজি এন্ড ডিএনএ রিসার্চ ল্যাব' আধুনিকায়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ফরাসি রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অবার্ট গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান পিয়ারে মায়াদোন এবং এটাচি ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মানফ্রেড ফার্নহোল্‌জ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা শিক্ষার্থী এবং অনুষদ সদস্য পর্যায়ে একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস্টার্স ও পিএইচডি কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানান। যৌথভাবে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ফ্রান্স ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য।

জার্মানীর আলফ্রেড উইগেনার ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. মার্কাস রেক্স-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি গবেষকদল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করে।

কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আনিতা জে. গ্যাগনন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীলংকার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান "লার্ন এশিয়া" এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ড. রোহান সামারাজিভা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির বায়ো-অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অবার্ট গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান পিয়ারে মায়াদোন এবং এটাচি ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মানফ্রেড ফার্নহোল্‌জ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক মারিয়া আমপারো পোরতা রিভাস-এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্প্যানিশ শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

অফিসার্স এসোসিয়েশনের অভিষেক, নবীন বরণ ও প্রীতি সম্মিলনী-২০১৫ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক, নতুন কর্মকর্তাদের বরণ এবং এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রীতিভোজ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং নবীনদের বরণ করে নেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রধান অতিথি হিসাবে প্রদত্ত বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, নব-নির্বাচিত পরিষদ যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করবে। উপাচার্য বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁর ৭৩'র অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যে কারণে সামরিক শাসন আমলের অন্ধকার সময়েও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তার গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রেখে এর স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেছে। উপাচার্য দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থতা ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে কেউ ধ্বংস করতে না পারে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে কর্মকর্তাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে মানবিকতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে জনগণের সাথে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, অফিসার্স এসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি ভারপ্রাপ্ত হিসাব পরিচালক মো. আশরাফ উদ্দিন, নব-নির্বাচিত সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. রমিজ উদ্দিন। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজ।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কলকাতার বেঙ্গল লিটারেরি সোসাইটির উদ্যোগে শান্তি ও সংহতির জন্য মশাল প্রজ্জ্বলন র‍্যালির উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। র‍্যালিটি উভয় বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সংহতি প্রকাশের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। প্রজ্জ্বলিত মশালটি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ কলকাতা শহীদ মিনারে স্থপন করা হয়। র‍্যালিতে সেন্ট জেভিয়ার কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ডিইউডিএস-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস)-এর ২০১৪-১৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নরত স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থী জি এম আরিফুজ্জামান ১৩ ভোট পেয়ে সভাপতি এবং ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী মো. আবু রায়হান ১১ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন ডিইউডিএস-এর মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা ও নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আর সি মজুমদার মিলনায়তনেঅনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডিইউডিএস-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং ডিইউডিএস-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ডিইউডিএস-এর মডারেটরসহ অন্যান্য তার্কিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে ডিইউডিএস-এর নবনির্বাচিত কমিটিকে 'সংলাপ না সহিংসতা বন্ধ আগে' এই শিরোনামে বিতর্ক আয়োজন করা যায় কি-না সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার এবং সকলকে দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার কথা বলেন।

সংগীত বিভাগের উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ টিএসসি মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবিতে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যাচ্ছে।

‘পরমাণু শক্তির জানা অজানা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

ঢাবি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম রচিত “পরমাণু শক্তির জানা অজানা” শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরমাণু বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করায় অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তথ্য সমৃদ্ধ বইটি পড়ে শিক্ষার্থীরা পরমাণু বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় আরও উৎসাহিত হবে।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

তিনি যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পেশাদার পরমাণু বিজ্ঞানী হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, “পরমাণু শক্তির জানা অজানা” শীর্ষক ১৭৫ পৃষ্ঠার বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫০/- টাকা। এ বইয়ে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত সকল মৌলিক তথ্য ও কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর সহজ বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক বৃত্তি পেলেন ৫জন ছাত্র

২০১৩ সালের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫জন মেধাবী ছাত্রকে “সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক বৃত্তি” প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সময় প্রয়াত সাংবাদিক আবদুস সালাম ও এ বি এম মুসার পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত সাংবাদিক এ বি এম মুসা শ্বশুরের স্মৃতি রক্ষার্থে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে “সম্পাদক আবদুস সালাম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড” গঠন

সাংবাদিক নূরজাহান বেগম “সম্পাদক আবদুস সালাম আজীবন সম্মাননা পুরস্কার” লাভ করেছেন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক আখতার সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। “সম্পাদক আবদুস সালাম স্মারক বক্তৃতা” প্রদান করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কামাল লোহানী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম। সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এ করেছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়তে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। দেশের চলমান সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধেও সাংবাদিকদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়াত সাংবাদিক আবদুস সালাম এবং এ বি এম মুসার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য তথ্য সমৃদ্ধ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করায় সাংবাদিক কামাল লোহানীকে ধন্যবাদ দেন এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের অভিনন্দন জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. লুৎফর রহমান, মো. রনি আহমেদ, ইমরান নাজির, আসাদুর রহমান এবং মলয় কুমার দত্ত। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক নূরজাহান

উপাচার্যের ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাব পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক গত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৫, তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করেন। শুরুতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ল্যাবের প্রধান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান ল্যাবের বিভিন্ন কর্মকান্ড উপাচার্যের সামনে তুলে ধরেন। উপাচার্য মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে অপরাধ তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কারিগরী সমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই ল্যাব। দেশের বিভিন্ন দূর্যোগ যেমন, বিডিআর বিদ্রোহ, তাজরীন ফ্যাশনস গার্মেন্টেসে অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজার মর্মান্তিক ভবন ধ্বসে নিহত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার কাজে এই ল্যাবের বলিষ্ঠ ভূমিকারও তিনি প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. ঈসমাইল খান ও ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হাবিবউজ্জামান। পরে

উপাচার্য মহোদয় ডিএনএ ল্যাবের কার্য্যক্রম সরেজমিনে পর্য্যবেক্ষণ করেন ও ডিএনএ পরীক্ষার বিভিন্ন খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত হন।

ঢাবি এবং এএফসি এ্যাগ্রো বায়োটেক লি.-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চামড়াজাত শিল্পে ব্যবহারযোগ্য এনজাইম (জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ) উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এএফসি (এ্যাকটিভ ফাইন কেমিক্যালস্) এ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের মধ্যে দেশে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দু'টি লেদার এনজাইম (ব্যাটিং ও সকিং এজেন্টস) উৎপাদনের কাজ শুরু করবে। এসব এনজাইম (বায়োটেক পণ্য সামগ্রী) চামড়াজাত শিল্প প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে। চামড়াজাত

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন এবং এএফসি (এ্যাকটিভ ফাইন কেমিক্যালস্) এ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ বি এম গোলাম মোস্তফা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মাহমুদা ইয়াসমীন, অধ্যাপক ড. মো: মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক ড. এম এ মালেক, অধ্যাপক ড. এস এ এম খায়রুল বাশার, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং এএফসি এ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় এএফসি এ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ খুলনাস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্পের জন্য বর্তমানে এ ধরণের কেমিক্যাল বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। উৎপাদিত এসব এনজাইমস সফলভাবে ব্যবহার করা গেলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দূষণ কমবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে গবেষকগণ বৃহৎ পরিসরে এনজাইম সমূহের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য এএফসি এ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন এ ধরণের উদ্যোগ শিক্ষক-গবেষক এবং শিল্প মালিকদের সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। তিনি এনজাইম সমূহের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পরিবেশবান্ধব এসব এনজাইম দেশের চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

‘আইআইটি একাডেমিক এক্সিলেন্স গোল্ড মেডেল’ প্রবর্তন

ঢাবি তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে ‘আইআইটি একাডেমিক এক্সিলেন্স গোল্ড মেডেল’ প্রবর্তন করা হয়েছে। এই গোল্ড মেডেল প্রবর্তনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের এবং তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই গোল্ড মেডেল তহবিলের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের বিএস সম্মান এবং

(আইআইটি) পরিচালক ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব ১১(এগার) লাখ টাকার একটি চেক গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের কাছে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এমএস ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী ২জন শিক্ষার্থীকে ‘আইআইটি একাডেমিক এক্সিলেন্স গোল্ড মেডেল’ প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক একাডেমিক এক্সিলেন্স গোল্ড মেডেল প্রবর্তনের জন্য অর্থ প্রদান করায় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহিত করবে এবং এর মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), সহকারী সম্পাদক: আনোয়ারুল আজিম, প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।